দৈনিক ইনকিলাব

151

তারিখ ... SEP. 10 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

মাদ্রাসা-ই-আলীয়া ঢাকাকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হোক

উপমহাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ইসলামী বিদ্যাপীঠ মাদ্রাসা-ই-আলীয়া ঢাকার (প্রস্তাবিত আরবী বিশ্ববিদ্যালয়) শিক্ষক ও কর্মচারীদের প্রায় ৪০টি শূন্যপদ পূরণ করে একে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হোক। দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ ও সর্বপ্রাচীন ২২০ বছরের পুরোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা-ই-আলীয়া কালের আবর্তে বহু ষড়যন্ত্র ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে আজো দ্বীনী শিক্ষার পাশাপাশি পার্থিব শিক্ষার আলো দিয়ে যাচ্ছে দিনের উজ্জ্বল সূর্যের মত। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে হাজার হাজার শিক্ষার্থী এখানে এসে ভিড় জমায়। এখান হতে পাস করে শত শত ছাত্র বুয়েট, মেডিকেল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা নিচ্ছে। অত্র প্রতিষ্ঠানে শিক্ষিত হয়ে ছাত্ররা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারী-বেসরকারী দায়িত্ব পালন করছে। দেশ প্রতিরক্ষা বিভাগ, সচিবালয়, বিচারালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাংক, সংবাদপত্র, স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসাসহ প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে এখান থেকে পাস করা ছাত্ররা সাফল্যের সাক্ষর রাখছে। কর্তৃপক্ষের অবহেলা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, পর পর সরকারগুলোর ইসলামী শিক্ষার প্রতি ও রাজনৈতিক বিশৃংলার কারণে দিনে দিনে ম্লান হয়ে যাচ্ছে উপমহাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ইসলামী বিদ্যাপীঠ মাদ্রাসা-ই-আলীয়ার গৌরব। শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণের অভাবে হাজার হাজার ছাত্র বঞ্চিত হচ্ছে যথাযথ শিক্ষা হতে। প্রায় ৪০টির মত গেজেটেড ও নন-গেজেটেড পদ শূন্য রয়েছে বহুকাল যাবত। যার ফলে কর্তব্যরত শিক্ষকবৃন্দকে তাদের কর্তব্য পালনে হিমশিম খেতে হচ্ছে। একেক জন শিক্ষক তাদের দায়িত্বের চেয়ে দুই-তিন গুণ দায়িত্ব পালন করেও পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ হচ্ছেন। এক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষার চেয়ে ইসলামী শিক্ষার দিকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বেশী। দীর্ঘদিন যাবত অধ্যক্ষ ও হেড মাওলানা না থাকায় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও হেড মাওলানা দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। উপাধ্যক্ষ ও বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যানের পদও শূন্য রয়েছে বহুদিন যাবত। এছাড়া ৭ জন সহকারী অধ্যাপক, ৮ জন প্রভাষক, ৫ জন সহকারী মৌলভী— এই পদগুলো শূন্য রয়েছে দীর্ঘ দিন যাবত। এর মধ্যে কোরান ও তাফসীর বিভাগে ৫ জন, ফিকহ বিভাগে ২ জন, হাদীস বিভাগে ২ জন, আরবী বিভাগে ২ জন, ইসলামের ইতিহাসের ১ জন, আকাঈদ বিভাগে ১ জন ব্যতীত আরও ১৫টি পদ শূন্য রয়েছে। এই পদগুলো পূরণের জন্য সরকারের পক্ষ হতে কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার ফাজিল ও কামিল শাখাকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত করা হবে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সুদূর কুষ্টিয়ার শান্তি ডাঙ্গার প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পাদন খুবই কষ্টসাধ্য ও ব্যয় বহুল হবে। এতে ছাত্র-ছাত্রী ও কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষকসহ কারোই দুর্ভোগের অন্ত থাকবে না। তাই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার অধীনে ফাজিল ও কামিল না নিয়ে রাজধানী ঢাকার প্রাণকেন্দ্র বকশী বাজারে অবস্থিত মাদ্রাসা-ই-আলীয়া ঢাকাকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করে এর অধীনে ফাজিল ও কামিল শাখা পরিচালিত হলে উপকৃত হবে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সকলেই। মাদ্রাসা-ই-আলীয়া ঢাকায় রয়েছে পর্যাপ্ত একাডেমিক ভবন ও সেমিনার কক্ষ। নতুন নির্মিত হচ্ছে আরো একাডেমিক ভবন। এগুলোকে ভালোভাবে কাজে লাগিয়ে এখানে বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু করা হলে উচ্চ শিক্ষার সুবর্ণ সুযোগ পাবে দেশের হাজার হাজার তরুণ যুবক। তাছাড়াও এখানে রয়েছে এশিয়া মহাদেশের সর্ববৃহৎ লাইব্রেরী। এখানে বিভিন্ন ভাষার ৪০ হাজার দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ রয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবসতঃ প্রায় ১৫ বছর যাবত তত্ত্বাবধায়কের অভাবে লাইব্রেরীটি বন্ধ রয়েছে। যার ফলে সুষ্ঠু মেধার বিকাশ হতে বঞ্চিত হচ্ছে হাজার হাজার ছাত্র। তাই পাঠাগারটি খুলে দেয়ার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পাশাপাশি মাদ্রাসা-ই-আলীয়া ঢাকার শিক্ষকদের শূন্যপদগুলো পূরণ এবং একে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার জোর দাবী জানাচ্ছি যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট।

—মোঃ আলাউদ্দিন নওশাদ,
কামিল (হাদীস), রোল-২৬৫,
মাদ্রাসা-ই-আলীয়া, ঢাকা।